সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত

পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কার্যক্রম

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

সহযোগিতায়ঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত

পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কার্যক্রম

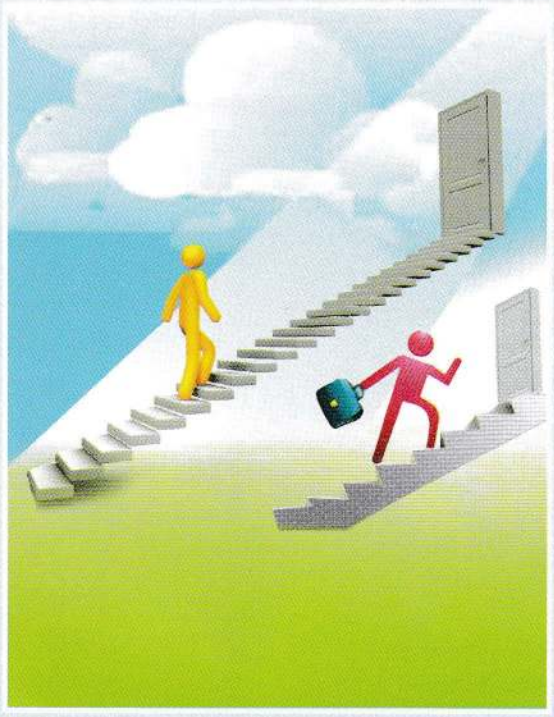

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

সহযোগিতায়ঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ।

সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত

পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কার্যক্রম

প্রকাশকাল
জুন ২০১৭

প্রকাশনায়
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
ডা. মোঃ আইনুল হক
মহাপরিচালক

পরামর্শ ও নির্দেশনায়
ড. আবুল খায়ের
উপপরিচালক (প্রশাসন)

প্রণয়নে ঃ এসপিএস টিম
মোঃ মাহবুবুর রহমান
উপপরিচালক
বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রংপুর

ড. মোঃ আবু সুফিয়ান
সহকারী পরিচালক

ডা. মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা

ডা. মোঃ মুখলেছুর রহমান
ভেটেরিনারি সার্জন

অভিজিত কুমার মোদক
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

সম্পাদনায়
ড. মোঃ আবু সুফিয়ান
সহকারী পরিচালক

সহযোগিতায়
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ও
এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহযোগিতায় "পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কার্যক্রম সহজিকরণ দৃষ্টান্ত" শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত ।

বাঙালি জাতির স্বপ্নপুরুষ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন লালিত স্বপ্ন ছিল সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলা। সমৃদ্ধ ও উন্নত সেই সোনার বাংলা গড়তে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারণা জাতির সামনে উপস্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে ডিজিটাল বাংলাদেশ আর কোন দূর-কল্পনা নয়, তা আজ এক স্পর্শযোগ্য বাস্তবতা ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চল ও তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি সেবা দ্রুততম সময়ে পৌঁছানোর জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন সেবা সহজিকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং এর মাধ্যমে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে জনগণ স্বল্প সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে তাদের খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন করতে পারবে বলে আমি আশা করি ।

আমি এই উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এ সেবা কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করছি ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক ।

(মোহাম্মদ ছায়েদুল হক, এমপি)

প্রতিমন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

প্রাণিসম্পদ কৃষির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ খাতের ভূমিকা অপরিসীম। সুস্থ জীবনের জন্য অপরিহার্য পুষ্টি উপাদানগুলোর বেশির ভাগই প্রাণিজ প্রোটিনে বিদ্যমান। তাই সুস্থ-সবল জাতি গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে সুষম মাত্রায় প্রাণিজ প্রোটিন গ্রহণ। প্রাণিজ প্রোটিনের উৎস প্রধানত মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম যা আসে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ থেকে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভিশন হচ্ছে "সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণ"। এই ভিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে গবাদিপশু, হাঁস মুরগি ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সংরক্ষণ, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও জাত উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় তথা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২০৪১ সালের মধ্যে দেশের শতভাগ নাগরিকের মানসম্মত পুষ্টি চাহিদা পূরণের নিমিত্তে দুধ, মাংস ও ডিমের প্রাপ্যতা যথাক্রমে দৈনিক ২৫০ মি.লি., দৈনিক ১২০ গ্রাম ও বৎসরে ১০৪ টি-তে উন্নীত করার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য পূরণের অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামারগুলিতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নত সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনকারী এই প্রান্তিক খামারিদের সেবা দোরগোড়ায় পৌঁছাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় গঠিত ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ব্যবহারের মাধ্যমে খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে যাচ্ছে। আমি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে এ সেবাপদ্ধতি সহজিকরণ কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কার্যক্রম সহজিকরণ বিষয়ক পুস্তিকাটি প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ধারায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে বলে আশা করছি।

আমি পুস্তিকাটি প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

(নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, এম. পি)

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল: cab_secy@cabinet.gov.bd

মুখবন্ধ

জনহয়রানি হ্রাসকল্পে সেবা সহজিকরণের বিকল্প নেই। সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার অচলায়তন ভেঙ্গে সেবা সহজিকরণের মাধ্যমেই সম্ভব সেবায় গতি সঞ্চার এবং নাগরিক সন্তুষ্টি অর্জন। ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত হতে প্রয়োজন প্রদত্ত সেবাসমূহ বিশ্লেষণ করে এর ধাপসমূহ কমিয়ে অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরিহার করা এবং কাম্য সময়ের মধ্যে মানসম্মত সেবা দেওয়া।

জনভোগান্তি লাঘবকল্পে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০১৫ সালে উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা নির্দেশিকা জারি করে। প্রদেয় সেবার বিষয়ে কোন নাগরিক সংক্ষুব্ধ হলে তা প্রশমণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জারিকৃত অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা নির্দেশিকায় সেবা সহজিকরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে সেবা সহজিকরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক গৃহীত সেবা সহজিকরণের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৯ নভেম্বর ২০১৫ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৬৬.০১০.১৫.৬৬ সংখ্যক স্মারকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪০টি দপ্তর প্রদেয় সেবাসমূহ সহজ করেছে এবং যার অধিকাংশই বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বর্তমানে ২০টি দপ্তর সেবা সহজিকরণের প্রাক্কালে লব্ধ অভিজ্ঞতা 'সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত' হিসেবে প্রকাশ করতে যাচ্ছে যা সরকারি দপ্তরে উত্তম চর্চা হিসেবে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হতে পারে। প্রকাশিত সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্তগুলোর ধারাবাহিকতায় সরকারি দপ্তর থেকে প্রদেয় সকল সেবা অচিরেই সহজিকৃত হয়ে জনসেবার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে প্রত্যাশা করি।

'সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত' প্রণয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করায় তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম কর্তৃক 'সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত' প্রকাশে প্রশিক্ষণসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান আন্তদাপ্তরিক সহযোগিতার একটি উত্তম দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আমি আশা করি জনকল্যাণে 'পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত' অনন্য নজির স্থাপন করবে।

০৮.০২.২০১৭

(মোহাম্মদ শফিউল আলম)

মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রসঙ্গ-কথা

ক্রমবর্ধমান নাগরিক-চাহিদা ও সেবাপ্রার্থীর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এটুআই ৩৬টি দপ্তর / সংস্থার ৩৬টি সেবা প্রোফাইল বই প্রকাশ করে যা সেবা সম্পর্কিত তথ্যের বিপুল ভাণ্ডার হিসেবে ইতোমধ্যে সেবা গ্রহীতাগণের প্রশংসা কুড়িয়েছে। বিশাল এই তথ্যভাণ্ডার থেকে ইতোমধ্যে বিভিন্ন দপ্তর সেবা সহজিকরণের কার্যক্রম শুরু করেছে যা নাগরিকগণকে কম সময়ে এবং কম খরচে সেবা পৌঁছে দিতে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে। বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ২০টি অধিদপ্তর / সংস্থা উত্তম চর্চার নিদর্শন হিসেবে 'সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত' প্রকাশ করছে যাতে সহজিকৃত সেবার পদ্ধতি, ধাপ সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। পরবর্তীতে যে সকল দপ্তর সেবা সহজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে সে সকল দপ্তরের জন্য সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্তসমূহ উত্তম নিদর্শন হিসেবে অনুসৃত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করবে।

সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর ২৬০ সংখ্যক নির্দেশনায় সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের বিষয়টি বিধৃত রয়েছে। সহজিকৃত সেবাসমূহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদান করা হলে তা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এক অনন্য সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য, সরকারি দপ্তরে সেবা সহজিকরণ কার্যক্রমের বিশেষ স্বীকৃতি মিলেছে জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা International Telecommunication Union (ITU) -এর ২০১৬ সালের World Summit on the Information Society (WSIS) হতে Champions পুরস্কার লাভের মাধ্যমে।

'পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত' প্রণয়নের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এ সম্পর্কিত উদ্যোগ গ্রহণ, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, নির্দেশনা ও আর্থিক অনুদান প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের কর্মকর্তাগণও ধন্যবাদার্হ। আশা করছি 'পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত' সেবাগ্রহীতাদের দুর্ভোগ লাঘব করে জনকল্যাণে অশেষ ভূমিকা পালন করবে।

(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমিকা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র দুরীকরণ, প্রাণিজ পুষ্টি সরবরাহ ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পশু-পাখি পালন সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকান্ড বিশেষ করে গাভী পালন, গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ, ছাগল ও ভেড়া পালন, হাঁস-মুরগী পালন ও খামার স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দ্বৈত প্রভাবের ফলে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি গবাদি পশুর মাংস ও দুধ, হাঁস-মুরগির মাংস ও ডিম ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য খামারী পর্যায়ে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে খামারীদের বিভিন্ন ধরণের খামার স্থাপনের জন্য রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশকে একটি উন্নত, আত্মমর্যাদাশীল, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং নাগরিক সেবার প্রতি সংবেদনশীল রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলাই ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল লক্ষ্য। ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরির মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় দ্রুততম সময়ে সহজেই সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে এবং এর অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন সেবা সহজিকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এজন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জেলা বা উপজেলা পর্যায়ের অফিসের পাশাপাশি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে এ সংক্রান্ত সেবা জনগণের নিকট পৌঁছে দেয়াই এ প্রক্রিয়ার লক্ষ্য। আমি জেনে আনন্দিত যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-এর সহযোগিতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এ সমন্বিত কার্যক্রমটি নিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন প্রক্রিয়া সহজিকরণে এই পুস্তিকাটি অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি ।

পুস্তিকাটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি ।

(মোঃ মাকসুদুল হাসান খান)

মহাপরিচালক (প্রশাসন)
ও
প্রকল্প পরিচালক
এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সেবা সহজিকরণঃ উদ্ভাবনের প্রসূতি

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনালগ্নে সরকারি কর্মচারীদের সেবামুখী মনোভাব সৃষ্টির জন্য গুরুত্বারোপ করেছিলেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও পাকিস্তানি অপশাসন থেকে মুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা শুধু অর্থনৈতিকভাবেই সমৃদ্ধ হবেনা, এটি হবে এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের সেবাপ্রদানকারীগণ স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতার সাথে জনগণকে সেবা প্রদান করবেন। একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ ঘোষণা করেছেন। বঙ্গবন্ধু-কন্যার রূপকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে নির্বাহী বিভাগের সকল স্তরের কর্মচারীগণ।

ডিজিটাল সেবা বা ই-সেবা তৈরির পূর্বশর্ত হচ্ছে সেবাপদ্ধতি সহজিকরণ। শুধু ডিজিটাল সেবা তৈরিই যথেষ্ট নয়, সেবার কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রথমেই প্রদেয় সেবাকে সহজ করতে হবে। এর ফলে সেবার ধাপ কমে আসবে, সেবা নিতে অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং সেবা প্রদান পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন ঘটবে। সেবা সহজিকরণের সঙ্গে উদ্ভাবন অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। এজন্য প্রয়োজন বিদ্যমান সেবাপদ্ধতি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং প্রস্তাবিত কাঙ্খিত সেবাপদ্ধতির ওপর বিশদ পর্যালোচনা। এ কাজে এটুআই বিভিন্ন অধিদপ্তর ও সংস্থাকে প্রশিক্ষণ প্রদান, গাইডলাইন তৈরিসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে। ইতোমধ্যে এটুআই-এর উদ্যোগে ৪০ টির অধিক সংস্থার অর্ধশতাধিক সেবা সহজিকরণ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে হতে ২০ টি সংস্থা তাদের সেবা সহজিকরণ অভিজ্ঞতা 'সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত' নামে পুস্তক প্রকাশ করতে যাচ্ছে যা বাংলাদেশের সরকারি সেবা সহজিকরণের ক্ষেত্রে এক অনন্য মাইলফলক হয়ে থাকবে।

সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/সংস্থার প্রধান, তাঁদের এসপিএস টিম এবং এটুআই-এর একনিষ্ঠ কর্মীগণকে অভিনন্দন জানাই। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সেবাপদ্ধতি সহজিকরণে মূল্যবান দিক-নির্দেশনা প্রদান করছে এবং এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করছে। তাঁদের অভিভাবকত্ব ব্যতীত এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন দুরূহ হতো। আমি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

(কবির বিন আনোয়ার)

মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন সেবা সহজিকরণ ঃ জনকল্যাণে এক অনন্য সংযোজন

বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দেশের ক্রমবর্ধমান মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটাতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপন, গাভী পালন, গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এ সকল গবাদি পশুর খামার রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিস হতে সম্পাদন করা হচ্ছে।

পশুরোগ বিধিমালার-২০০৮ এর আওতায় পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কার্যক্রমের জন্য জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ। এই পদ্ধতিতে একজন খামারীকে তার খামার নিবন্ধন প্রাপ্তির জন্য নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সার্টিফিকেট পাওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে বর্তমানে ১৩টি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। নিবন্ধন কাজের জন্য আবেদনকারীকে ৮ ধরণের রেকর্ডপত্র ও তথ্যাদি দাখিল করতে হয় এবং প্রায় ৩৭ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এ কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বহুবার যাতায়াত করার ফলে নিবন্ধন প্রত্যাশী নাগরিকের সময়, ব্যয় ও ভিজিট সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তাকে নানাবিধ ভোগান্তির মুখোমুখি হতে হয়। এর ফলে খামারী তার খামার রেজিস্ট্রেশনের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

সেবা প্রত্যাশি নাগরিকের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি, সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪-এর ২৫৯-২৬২ সংখ্যক নির্দেশনা এবং সেবাপদ্ধতি সহজিকরণ ম্যানুয়াল ২০১৫ এর আলোকে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের এসপিএস টিম কর্তৃক বিভিন্ন নাগরিক সেবা সহজিকরণ উদ্যোগের অংশ হিসেবে কম সময়ে, কম খরচে এবং কম ভিজিটে খামার রেজিস্ট্রেশন সেবা সহজিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন প্রক্রিয়া সহজিকরণ পরিকল্পনা পাইলটিং করার জন্য গাজীপুর জেলার ৪টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়। এ কাজের অংশ হিসেবে নির্বাচিত উপজেলায় খামারীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা করা হয়েছে এবং নির্ধারিত গাইড লাইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পাদন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে খামারীরা খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়নে উৎসাহিত হবে।

(ডা. মোঃ আইনুল হক)

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

১. সেবার প্রাথমিক ধারণা ১১

২. বিদ্যমান সেবাপদ্ধতির ডিজাইন

২.১ মৌলিক তথ্যাবলীর ছক ১২
২.২ খামার রেজিস্ট্রেশনের বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপ ১৪

৩. খামার রেজিস্ট্রেশনের বিদ্যমান পদ্ধতি বিশ্লেষণ

৩.১ ধাপভিত্তিক সেবা কার্যক্রম বিশ্লেষণ ১৫
৩.২ জনবলের সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে সেবার কার্যক্রম বিশ্লেষণ ১৬
৩.৩ খামার রেজিস্ট্রেশনের জন্য যে সমস্ত কাগজ দাখিল করতে হয় ১৬
৩.৪ খামার রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ ১৭
৩.৫ খামার রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে ক্যাটাগরি অনুসারে বিদ্যমান সমস্যার বিশ্লেষণ ১৮

৪. প্রস্তাবিত পদ্ধতির ডিজাইন

৪.১ খামার রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত পদ্ধতির বর্ণনা ১৯
৪.২ সেবাপদ্ধতি সহজিকরণের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা ২০
৪.৩ খামার রেজিস্ট্রেশনের প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ ২১

৫. খামার রেজিস্ট্রেশনের বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ

৫.১ বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির ধাপভিত্তিক বিশ্লেষণ ২২
৫.২ TCV অনুসারে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনা ২৩
৫.৩ বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনামূলক পর্যালোচনা ২৪
৫.৪ বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির গ্রাফিক্যাল তুলনা ২৪
৫.৫ প্রস্তাবিত পদ্ধতির সুফল ২৫

৬. বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

৬.১ পলিসি সাপোর্ট, প্রশাসনিক, প্রশিক্ষণ, আর্থিক ও অবকাঠামো ২৫
৬.২ পাইলট এলাকা নির্ধারণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন ২৬

৭. সেবাপদ্ধতি সহজিকরণ প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

৭.১ পাইলট এলাকা নির্ধারণে সার্কুলার জারি ২৭
৭.২ এসপিএস সেল গঠনে অফিস আদেশ ২৮

১. সেবার প্রাথমিক ধারণা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি প্রধান জনবহুল বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা, সুষম পুষ্টি, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কৃষি জমির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং স্মৃতিশক্তি বিকশিত মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনের জন্য অপরিহার্য খাত হলো প্রাণিসম্পদ খাত। জনসাধারণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত প্রাণিজাত খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দ্বৈত প্রভাবের ফলে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ফলশ্রুতিতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির উৎপাদনশীলতা ও নিবিড়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র দূরীকরণ, প্রাণিজ পুষ্টি সরবরাহ ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য দেশের আগ্রহী জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে বিশেষ করে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা প্রদান, গাভী পালন, গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ, ছাগল ও ভেড়া পালন, হাঁস-মুরগি পালন, খামার সম্প্রসারণ ও রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

প্রাণিসম্পদ সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরণের খামারের রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। খামারভেদে এই রেজিস্ট্রেশনের ফি ভিন্ন। অধিদপ্তরের প্রতিটি উপজেলা কার্যালয় হতে এই সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে একজন খামারী উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে তার খামার রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদনপত্র জমা প্রদান করেন। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইপূর্বক জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে প্রেরণ করেন। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে প্রেরণ করেন। খামারী উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেন। খামারীগণ এই রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতির আওতায় আসার ফলে বিভিন্ন ধরণের সুবিধা যেমন- চিকিৎসা ও কৃত্রিম প্রজনন সেবা, ব্যাংক থেকে সরকারি ঋণ, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত খামারে ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি স্বল্প সময়ে পেয়ে থাকেন।

২. বিদ্যমান পদ্ধতির ডিজাইন

২.১ মৌলিক তথ্যাবলীর ছক

সেবা প্রদানকারী অফিসের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারী	প্রয়োজনীয় সময়
উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস	১. উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (ইউএলও) ২. ভেটেরিনারি সার্জন (ভিএস) ৩. নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক (সিসিটি) ৪. ভেটেরিনারি মাঠ সহকারী (ভিএফএ) ৫. উপজেলা প্রাণিসম্পদ সহকারী (ইউএলএ)	আবেদনের তারিখ হতে ৩৭ দিন। (ত্রুটিপূর্ণ হলে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হবে)
জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস	১. জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (ডিএলও) ২. অতিরিক্ত জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (এডিএলও) ৩. উচ্চমান সহকারী (এইচএ) ৪. নিম্নমান সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক (সিসিটি)	
ব্যাংক	১. ম্যানেজার ২. জুনিয়র অফিসার/অফিসার ৩. ক্যাশিয়ার	

সেবা প্রদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	একজন খামারী খামার স্থাপনের পূর্বে পরামর্শের জন্য স্থানীয় উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে আসেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিয়ে খামার স্থাপনের কাজ শুরু করেন। খামারী প্রাথমিকভাবে জায়গা নির্বাচন, খামারে গবাদি পশু/হাঁস মুরগির সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সাথে আলোচনাপূর্বক খামার স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। খামার স্থাপনের পর সংশ্লিষ্ট খামারীকে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকে খামার রেজিস্ট্রেশনের জন্য মৌখিকভাবে জানানো হয় বা খামার মালিক নিজ উদ্যোগে অফিসে এসে জেনে নেন। খামারী উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে গিয়ে খামার রেজিস্ট্রেশন ফি বা নবায়ন ফি কত এবং কোন ব্যাংকে জমা দিতে হবে তা জেনে নেন। খামারী আবেদনপত্র পূরণ (৩ সেট) করে চালান ফরমের কপিসহ উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে জমা দেন এবং ইউএলএ উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করেন। ইউএলও একটি সময় নির্বাচন করেন সংশ্লিষ্ট খামার পরিদর্শন করার জন্য। এরপর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/ভি.এস সংশ্লিষ্ট খামার পরিদর্শনপূর্বক বায়োসিকিউরিটি উন্নয়নের পরামর্শের প্রয়োজন হলে খামারীকে পরামর্শ প্রদান করেন। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা উক্ত কাগজপত্র যাচাই করে যথাস্থানে স্বাক্ষরপূর্বক সুপারিশ সহকারে জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে প্রেরণ করেন। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা খামারীর রেজিস্ট্রেশন অনুমোদন করেন। খামারী নিজ উদ্যোগে অফিসে এসে খোঁজ নিলে তাকে সার্টিফিকেট সরবরাহ করা হয়।

খামার রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি	১. জনবল কাঠামো ২. বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থাপনা ৩. রোগের রেকর্ড সংরক্ষণ পদ্ধতি ৪. বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থাপনা
খামার রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি	১. খামার রেজিস্ট্রেশন ফরম ২. ছবি - ০৩ কপি (পাসপোর্ট সাইজ) ৩. জাতীয় পরিচয়পত্র ৪. খামারের লে-আউট প্ল্যান ৫. জনবল কাঠামোর বিবরণ ৬. ব্যাংক চালান রশিদ ৭. রোগের রেকর্ড বই ৮. শিক্ষা সনদ
প্রয়োজনীয় ফি/ট্যাক্স ও আনুষঙ্গিক খরচ	সরকারি বিধি মোতাবেক ব্যাংক চালানের মাধ্যমে খামার রেজিস্ট্রেশন ফি, যাতায়াত খরচ।
সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/ নীতিমালা	১. পশুরোগ আইন-২০০৫ ২. পশুরোগ বিধিমালা-২০০৮ ৩. জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা-২০০৭ ৪. জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা- ২০০৮
নির্দিষ্ট সেবা পেতে ব্যর্থ হলে পরবর্তী প্রতিকারকারী কর্মকর্তা	১. উপপরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর ২. পরিচালক (সম্প্রসারণ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
সেবা প্রদান/ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অসুবিধাসমূহ	**অফিস পর্যায়ে** ১. খামারীদের রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে যথাযথভাবে অবহিত করা হয় না, ফলে খামারী অফিসে এসে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য জানেন। ২. উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে রেজিস্ট্রেশন ফরমের অপ্রতুলতা। ৩. উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে লোকবলের অভাবে খামার পরিদর্শনপূর্বক রিপোর্ট প্রদানে বিলম্ব। ৪. উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে খামার রেজিস্ট্রেশন এর তথ্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষিত না থাকা। ৫. জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে খামার রেজিস্ট্রেশন এর তথ্যাদি ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষিত না থাকা। **খামার পর্যায়ে** ১. খামার রেজিস্ট্রেশনে খামারীদের সচেতনতার অভাব ও অনাগ্রহ। ২. খামার রেজিস্ট্রেশনে আর্থিক সংশ্লিষ্টতা থাকায় রেজিস্ট্রেশনে বিলম্ব। ৩. খামারীগণ কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন এর জন্য সময়মত প্রাণিসম্পদ অফিসে যোগাযোগ না করা। ৪. রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সঠিক তথ্য না জানা। ৫. খামার সংক্রান্ত সঠিক তথ্য প্রদান না করা।

২.২ খামার রেজিস্ট্রেশনের বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপ

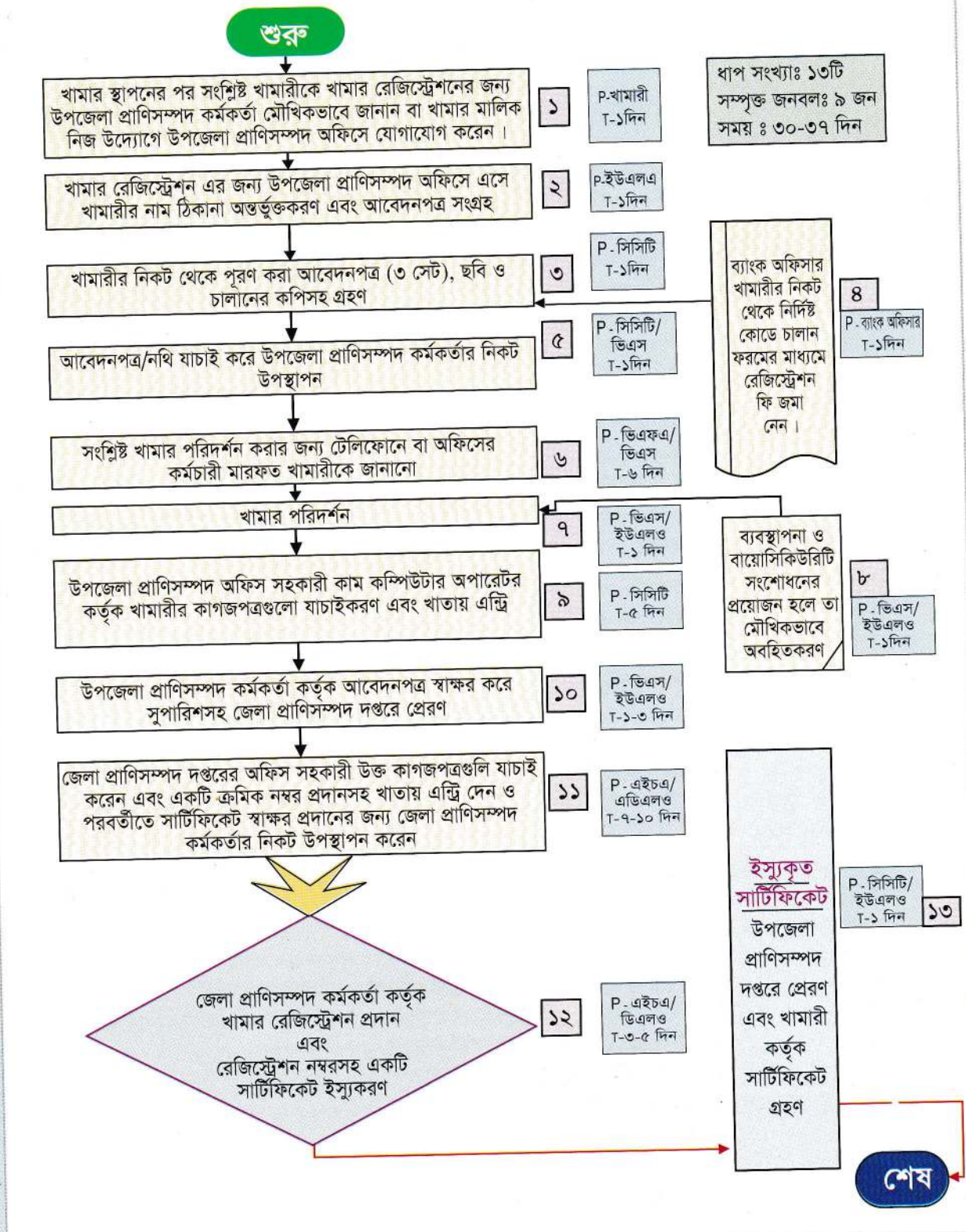

৩. খামার রেজিস্ট্রেশনের বিদ্যমান পদ্ধতি বিশ্লেষণ

৩.১. ধাপভিত্তিক সেবা কার্যক্রম বিশ্লেষণ

সেবার ধাপ (প্রসেস ম্যাপ অনুসারে)	বর্ণনা
১	খামার স্থাপনের পর সংশ্লিষ্ট খামারীকে খামার রেজিস্ট্রেশনের জন্য মৌখিকভাবে জানানো হয় বা খামার মালিক নিজ উদ্যোগে অফিসে যোগাযোগ করে জেনে নেন।
২	খামারী নির্ধারিত ফরম (পশুরোগ বিধিমালা, ২০০৮ এ বর্ণিত) উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে সংগ্রহ করেন এবং যে সকল ক্ষেত্রে (খামারের ধরণ ও গবাদিপশু ও পাখির সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে) রেজিস্ট্রেশন ফি সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে (নির্দিষ্ট কোড) তা জেনে নেন।
৩	খামারী তার খামারের পশু-পাখির সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে ব্যাংকে নির্দিষ্ট কোডে চালানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোডে সরকারি কোষাগারে রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দেন।
৪	খামারী আবেদনপত্র পূরণ (৩ সেট) করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ অত্র ফরমের সাথে চালান ফরমের কপি উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে জমা দেন।
৫	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর আবেদপত্র/নথি যাচাই করে কাগজপত্র ঠিক থাকলে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করেন; অন্যথায় খামারীর মাধ্যমে তা সংশোধন করে উপস্থাপন করেন।
৬	খামারী অফিসে এসে খামার পরিদর্শনের তথ্যাদি জেনে নেন বা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা একটি নির্দিষ্ট তারিখে সংশ্লিষ্ট খামার পরিদর্শনের জন্য টেলিফোনে বা অফিসের স্টাফ মারফত খামারীকে জানান।
৭	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/ভেটেরিনারি সার্জন সংশ্লিষ্ট খামার পরিদর্শন করেন এবং ব্যবস্থাপনা ও বায়োসিকিউরিটি সংশোধনের প্রয়োজন হলে খামারীকে মৌখিকভাবে জানান।
৮	খামারী প্রাণিসম্পদ দপ্তরের পরামর্শক্রমে খামারের বায়োসিকিউরিটি উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
৯	অফিস সহকারী খামারীর কাগজপত্র পুনরায় যাচাই করে খাতায় এন্ট্রি দেন এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করেন।
১০	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা উক্ত কাগজপত্র যাচাইঅন্তে স্বাক্ষরপূর্বক সুপারিশসহ জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে প্রেরণ করেন।
১১	জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের অফিস সহকারী উক্ত কাগজপত্রগুলি যাচাই করেন এবং একটি নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রদানসহ খাতায় এন্ট্রি দেন ও পরবর্তীতে সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর প্রদানের জন্য জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করেন।
১২	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা খামারীর রেজিস্ট্রেশন অনুমোদন দেন এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ একটি সার্টিফিকেট ইস্যু করেন।
১৩	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার অনুমোদনের পর তা উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। খামারী নিজ উদ্যোগে অফিসে এসে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেন।

৩.২ জনবলের সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে সেবা কার্যক্রম বিশ্লেষণ

বিদ্যমান পদ্ধতিতে কারা সম্পৃক্তঃ পদবি/পরিচিতি (Actor)	কার্য/দায়িত্বাবলী (Action)
খামার মালিক	ধাপ : ১ খামার স্থাপন।
উপজেলা প্রাণিসম্পদ সহকারী	ধাপ : ২ সাধারণত খামারী খামার রেজিস্ট্রেশন এর জন্য উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে এলে খামারীর নাম ঠিকানা অন্তর্ভুক্তকরণ, রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান।
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়	ধাপ : ৩ খামারীর নিকট থেকে পূরণ করা আবেদনপত্র (৩ সেট) ও চালান ফরমের কপি গ্রহণ। ধাপ : ৫ আবেদপত্র/নথি যাচাই করে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন। ধাপ : ৯ খামার পরিদর্শনের পর কাগজপত্র উপস্থাপন। ধাপ : ১৩ খামারীকে জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রেরিত সার্টিফিকেট সরবরাহ করণ।
ভেটেরিনারি মাঠ সহকারী	ধাপ : ৬ খামারীকে খামার পরিদর্শনের তারিখ জানানো ও প্রয়োজন হলে খামার বায়োসিকিউরিটি উন্নত করার পরামর্শ প্রদান।
ব্যাংক অফিসার	ধাপ : ৪ খামারীর নিকট থেকে নির্দিষ্ট কোডে চালান ফরমের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন ফি গ্রহণ।
ভেটেরিনারি সার্জন	ধাপ : ৬ খামার পরিদর্শন কাজে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকে সহায়তা প্রদান। ধাপ : ৭ খামার পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়নে মতামত ও কারিগরি সহায়তা প্রদান।
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	ধাপ : ৫ খামারীর আবেদনপত্র যাচাইকরণ। ধাপ : ৬ একটি নির্দিষ্ট তারিখে সংশ্লিষ্ট খামার পরিদর্শন করার জন্য টেলিফোনে বা অফিসের স্টাফ মারফত খামারীকে জানানো। ধাপ : ৭-৮ খামার পরিদর্শন ও বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থা উন্নয়নের প্রয়োজন হলে পরামর্শ প্রদান। ধাপ : ১০ খামারীর আবেদনপত্র সুপারিশসহকারে জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে প্রেরণ।
উচ্চমান সহকারী, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়	ধাপ : ১১ খামারীর কাগজপত্রগুলি যাচাই করেন এবং একটি নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রদানসহ খাতায় এন্ট্রি দেন ও পরবর্তীতে সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর প্রদানের জন্য জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন।
অতিরিক্ত জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	ধাপ : ১১ জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার অনুমোদনের জন্য রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্যাদি উপস্থাপনে সহায়তাকরণ।
জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	ধাপ: ১২ খামারীর রেজিস্ট্রেশন অনুমোদন।

৩.৩ খামার রেজিস্ট্রেশনের জন্য যে সমস্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হয়

১. নির্ধারিত আবেদনপত্র
২. রেজিস্ট্রেশন ফি জমার চালান কপি
৩. ছবি - ৩ কপি (পাসপোর্ট সাইজ)
৪. জাতীয় পরিচয়পত্র
৫. খামারের লে-আউট প্ল্যান
৬. শিক্ষা সনদ
৭. রোগের রেকর্ড বই
৮. জনবল কাঠামোর বিবরণ

৩.৪ খামার রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ

ক. সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে নাগরিক পর্যায়ে সমস্যাসমূহ

- খামারীদের রেজিস্ট্রেশন বিষয়ে যথাযথভাবে অবহিত করা হয় না, ফলে খামারীর ভিজিট সংখ্যা ও খরচ বৃদ্ধি পায়।
- খামারীদের নিবন্ধন ফি সম্পর্কে পূর্ব ধারণা না থাকা।
- রেজিস্ট্রেশন ফরমের সাথে কি কি কাগজ জমা দিতে হবে তা না জানা।
- রেজিস্ট্রেশন ফি এর টাকা জমা দেয়ার সঠিক কোড জানা না থাকা।
- রেজিস্ট্রেশনের জন্য কি কি কাগজপত্র প্রয়োজন হয় তার চেকলিস্ট সুনির্দিষ্টভাবে কোথাও উল্লেখ না থাকা।
- খামারীর রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণে অফিস সহকারীর অসহযোগিতা।
- খামারী তার খামার সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান না করা।
- রেজিস্ট্রেশনে খামারীদের সচেতনতার অভাব এবং অনাগ্রহ।

খ. সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি পর্যায়ে সমস্যাসমূহ

- জনবলের অভাবে খামার পরিদর্শনে বিলম্ব।
- খামার রেজিস্ট্রেশনে আর্থিক সংশ্লিষ্টতা থাকায় রেজিস্ট্রেশনে বিলম্ব।
- আইন ও বিধি সম্পর্কে সেবাগ্রহীতার স্বচ্ছ ধারণা না থাকা।
- অফিসে রেজিস্ট্রেশন ফরমের অপ্রতুলতা।
- খামার পরিদর্শনের পর প্রতিবেদন প্রদানের সময়সীমা সুনির্দিষ্ট না থাকা।
- রেজিস্ট্রেশনের তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা।
- অনেক সময় ছোটখাট ত্রুটি আমলে নেয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সময় নেয়া।

৩.৫ খামার রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে ক্যাটাগরি অনুসারে বিদ্যমান সমস্যার বিশ্লেষণ

সমস্যার ক্ষেত্র	সমস্যার বর্ণনা
আবেদনপত্র, তথ্য-উপাত্ত/ফরম/ফরম্যাট/ প্রত্যয়নপত্র/রিপোর্ট/রেজিস্টার ইত্যাদি	১. উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে রেজিস্ট্রেশন ফরমের অপ্রতুলতা ২. রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সঠিক তথ্য না জানা ৩. নিবন্ধন ফি সম্পর্কে পূর্ব ধারণা না থাকা ৪. রেজিস্ট্রেশন ফরমের সাথে প্রায়শই অতিরিক্ত কাগজ দাখিল করতে হয় ৫. কতদিনের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি হবে সে সম্পর্কে ধারণা না থাকা ৬. প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের চেকলিস্ট সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকা
আবেদন দাখিল সংক্রান্ত	১. খামারীরা যথাযথভাবে অবহিত না হওয়ায় ভিজিট ও খরচ বৃদ্ধি পায় ২. খামারীদের রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণে অফিস সহকারীর অসহযোগিতা
সেবার ধাপ	১. খামারীদের রেজিস্ট্রেশন ফরমগুলো সঠিক সময়ে অগ্রায়ণ না করা ২. উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস (১০ টি ধাপ), জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস (২ টি ধাপ) ও ব্যাংক (১ টি ধাপ)
সম্পৃক্ত জনবল	১. উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস সহকারী ও মাঠ সহকারী ২. উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ৩. ব্যাংক অফিসার ৪. ভেটেরিনারি সার্জন ৫. উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ৬. জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস এর উচ্চমান সহকারী ৭. অতিরিক্ত জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ৮. জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
স্বাক্ষরকারী/অনুমোদনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি	১. ব্যাংক অফিসার ২. উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ৩. জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
নির্ভরশীলতা	১. নাগরিক সনদের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীলতা ২. রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার সাথে একাধিক অফিস জড়িত থাকা ৩. চালান রশিদের জন্য ব্যাংকের ওপর নির্ভরশীলতা
বিধি/আইন/প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি	১. সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আইন সম্পর্কে ধারণার অভাব ২. রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন না থাকা ৩. পশুরোগ বিধিমালা-২০০৮ পুরোপুরি অনুসরণ না করা
অবকাঠামো	১. প্রয়োজন অনুযায়ী কম্পিউটার, ফটোকপি মেশিন, স্ক্যানার ও অন্যান্য উপকরণ না থাকা ২. সার্টিফিকেট প্রিন্ট করার কাগজ ও অন্যান্য সারঞ্জামাদি না থাকা
রেকর্ড/তথ্যপত্র সংরক্ষণ	১. কম্পিউটার, ডেটাবেইস ও এমআইএস না থাকা
অন্যান্য	১. প্রশিক্ষিত জনবল না থাকা ২. সেবা প্রদানকারীর দপ্তরে অহেতুক বিলম্ব

৪. প্রস্তাবিত পদ্ধতির ডিজাইন

৪.১ খামার রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত পদ্ধতির বর্ণনা

সমস্যার ক্ষেত্র	প্রস্তাবিত পদ্ধতির বর্ণনা	সুফল
আবেদনপত্র, তথ্য-উপাত্ত/ ফরম/ফরম্যাট/প্রত্যায়ন পত্র/রিপোর্ট/ রেজিস্ট্রার ইত্যাদি	● রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিস সহকারীর নাম ও মোবাইল নম্বর প্রদান। ● রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের চেকলিস্ট করা।	১. সময় কম লাগবে। ২. ভিজিট কম হবে ৩. ধাপ কম হবে ৪. খরচ কম হবে
আবেদন দাখিল সংক্রান্ত	● ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের (ইউডিসি) মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন দাখিলের ব্যবস্থা করা। ● ১৩ দিনের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করা।	১. খরচ, ভিজিট কম হবে। ২. সেবাগ্রহীতার হাসি মুখ।
সেবার ধাপ	● ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনে আবেদন দাখিলের মাধ্যমে ভিজিট কমানো। ● খামারীর ডেটাবেইস সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।	১.সময় ও ব্যয় হ্রাস পাবে। ২. ভিজিট কম হবে ৩. ধাপ কম হবে ৪. খামারীদের কষ্ট লাঘব হবে।
সম্পৃক্ত জনবল	● আবেদন ইউডিসি হতে দাখিলের ব্যবস্থা রেখে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের মাঠ সহকারীকে সম্পৃক্ত করা।	খামারীদের আবেদন দাখিল সহজ হবে এবং TCV (Time, Cost & visit) হ্রাস পাবে।
বিধি/আইন/প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি	● বিধি/আইন/প্রজ্ঞাপন এর কোন পরিবর্তন করা হয়নি। ● ইউডিসি-এর মাধ্যমে সেবা সম্প্রসারণে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে। ফলে খামারীরা সহজে রেজিস্ট্রেশন সুবিধাদি পাবে। ● প্রাক নিবন্ধন অবহিতকরণ সভা করা।	TCV (Time, Cost & visit) হ্রাস পাবে।
অবকাঠামো	● সেবাপ্রাপ্তি দ্রুত করার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, কম্পিউটার/ ল্যাপটপ, কানেক্টিভিটি, স্ক্যানার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।	সময়, খরচ, ভিজিট কম হবে।
রেকর্ড /তথ্যপত্র সংরক্ষণ	● খামারীর ডেটাবেইস প্রস্তুত করা ও এসএমএস সার্ভিসের মাধ্যমে তথ্য প্রদান।	TCV কম হবে ও সেবা প্রত্যাশিদের হয়রানি কম হবে।
টেকনোলজির ভূমিকা	● যোগাযোগ পদ্ধতির উন্নয়ন (মোবাইল ও ই-মেইল) ● খামারী ডেটাবেইস সংরক্ষণ করা। ● সকল প্রকার ফরম ও আবেদন অনলাইন প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।	TCV ও জনবলের সম্পৃক্ততা কমবে।
অন্যান্য	● জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে একটি খামার ডেটাবেইস সংরক্ষণ করা হবে। ফলে জেলার সকল খামারীর তথ্য সহজপ্রাপ্য হবে। ফলে খামারীদের অন্যান্য সেবাসমূহ দ্রুততম সময়ে প্রদান করা সম্ভব হবে।	খামারীদের সেবা প্রাপ্তিতে সময়, খরচ, ভিজিট কম হবে।

৪.২ সেবা পদ্ধতি সহজিকরণে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা

১. খামার রেজিস্ট্রেশনের আবেদন খামারী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে অনলাইনে প্রেরণ করবেন ।

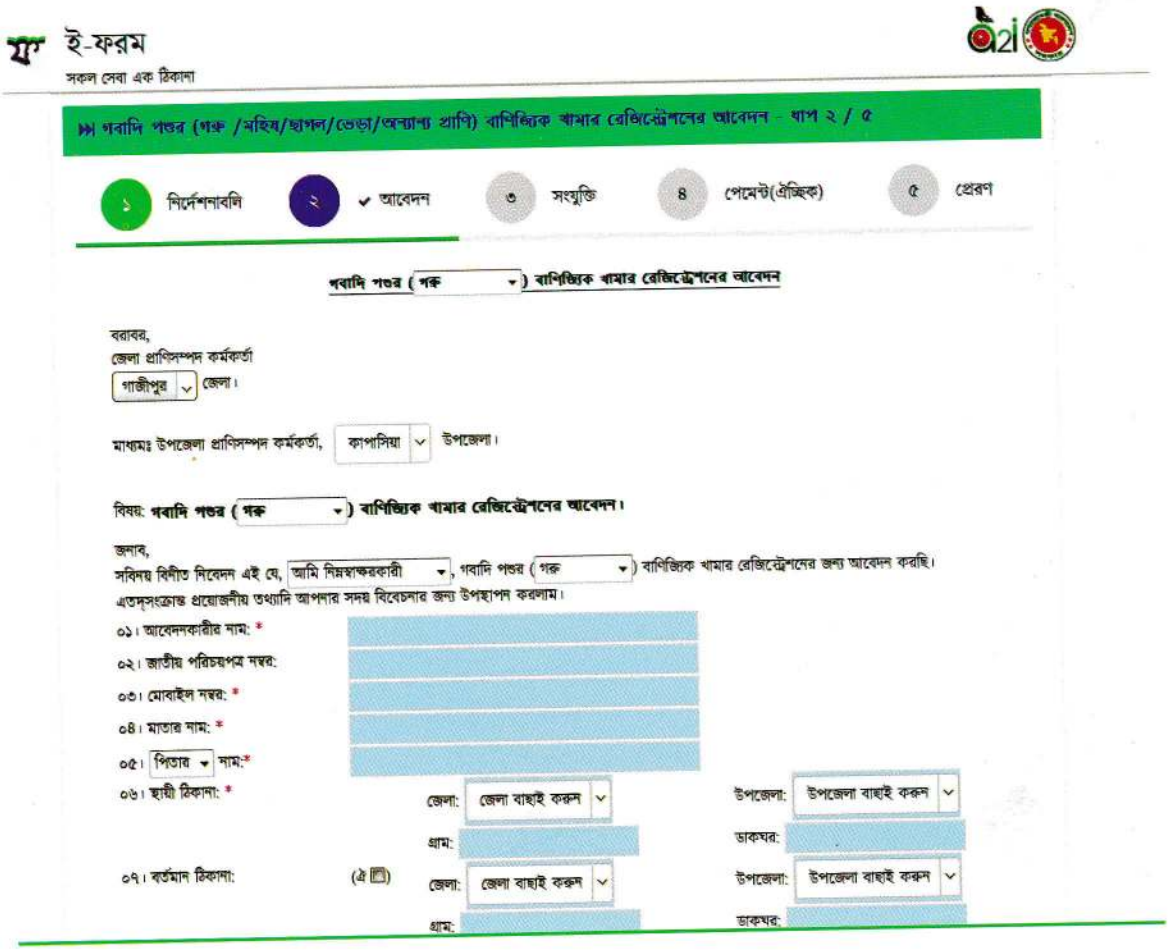

২. উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর কর্তৃক অনলাইন আবেদন গ্রহণ করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট খামার পরিদর্শন করা হবে ।

৩. খামার রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম ১৩ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে ।

৪. খামার রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত ডেটাবেইস প্রস্তুত করা হবে এবং এসএমএস-এর মাধ্যমে খামারীকে রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হবে ।

৪.৩ খামার রেজিস্ট্রেশনের প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ

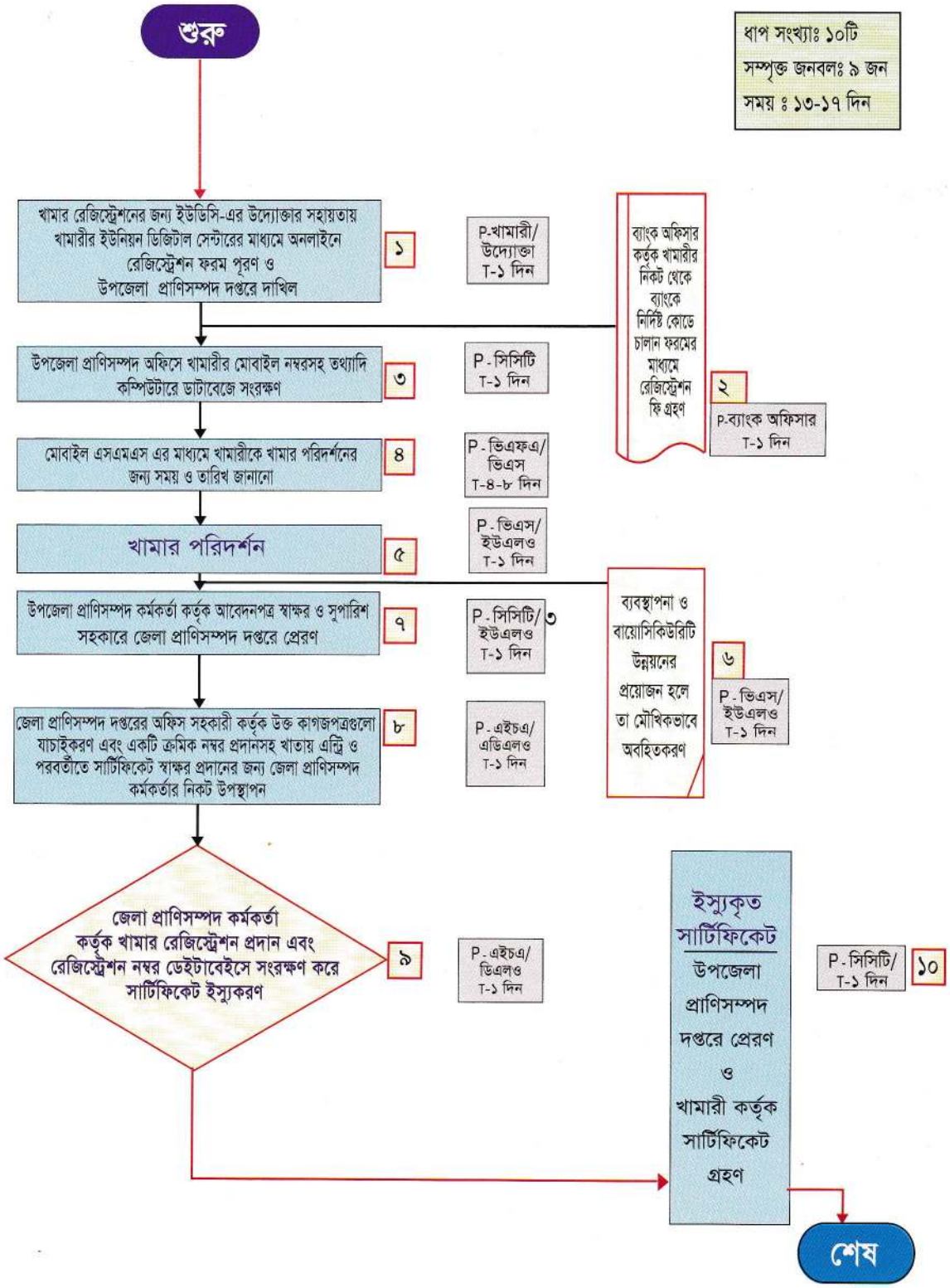

৫. খামার রেজিস্ট্রেশনের বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ

৫.১ বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির ধাপভিত্তিক বিশ্লেষণ

বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপের ধাপ	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপের ধাপ	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
১,২,৩,৪	খামার স্থাপনের পর সংশ্লিষ্ট খামারীকে খামার রেজিস্ট্রেশনের জন্য মৌখিকভাবে জানানো হয় বা খামার মালিক নিজ উদ্যোগে অফিসে যোগাযোগ করে জেনে নেন। খামারী নির্ধারিত ফরম (পশুরোগ বিধিমালা, ২০০৮ এ বর্ণিত) উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে সংগ্রহ করেন এবং যে সকল ক্ষেত্রে (খামারের ধরণ ও গবাদিপশু ও পাখির সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে) রেজিস্ট্রেশন ফি ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে (নির্দিষ্ট কোড) তা জেনে নেন। খামারী আবেদনপত্র পূরণ (৩ সেট) করে ব্যাংক চালানসহ উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে জমা দেন।	১, ২	খামার রেজিস্ট্রেশন এর জন্য খামারীগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে আসবেন এবং অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করবেন।
৫	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর আবেদনপত্র/নথি যাচাই করে কাগজপত্র ঠিক থাকলে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করেন, অন্যথায় খামারীর মাধ্যমে তা সংশোধন করে উপস্থাপন করেন।	৩	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে খামারীর মোবাইল নম্বরসহ তথ্যাদি ডেটাবেইসে সংরক্ষিত হবে।
৬	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা একটি নির্দিষ্ট তারিখে সংশ্লিষ্ট খামার পরিদর্শনের জন্য অফিসের স্টাফ মারফত খামারীকে জানান।	৪	মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে খামারীকে তার খামার পরিদর্শনের জন্য সময় ও তারিখ জানানো হবে।
৭, ৮	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট খামার পরিদর্শন করে ব্যবস্থাপনা ও বায়োসিকিউরিটির উন্নয়নের প্রয়োজন হলে খামারীকে মৌখিকভাবে জানান। খামারী প্রাণিসম্পদ অফিসের পরামর্শ অনুযায়ী খামারের বায়োসিকিউরিটি উন্নয়নের ব্যবস্থা নেন এবং অফিসকে জানান।	৫,৬	খামার পরিদর্শন ও বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন।

বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপের ধাপ	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপের ধাপ	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
৯, ১০	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর আবেদনপত্র/নথি যাচাই করে কাগজপত্র ঠিক থাকলে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করেন। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা উক্ত কাগজপত্র যাচাই করে যথাযথস্থানে স্বাক্ষর করে সুপারিশ সহকারে জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন।	৭	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা খামারীর আবেদনপত্রে স্বাক্ষরপূর্বক সুপারিশ সহকারে জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে প্রেরণ করবেন।
১১	জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের অফিস সহকারী উক্ত কাগজপত্রগুলো যাচাই করেন এবং একটি নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রদানসহ খাতায় এন্ট্রি দেন ও পরবর্তীতে সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর প্রদানের জন্য জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করেন।	৮	জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের অফিস সহকারী উক্ত কাগজগুলো যাচাই করেন এবং একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রদান করে খাতায় এন্ট্রি দিবেন ও পরবর্তীতে সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর প্রদানের জন্য জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করবেন।
১২	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা খামারীর রেজিস্ট্রেশন অনুমোদন দেন এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ একটি সার্টিফিকেট ইস্যু করেন।	৯	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা অনুমোদন দিবেন এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর ডাটাবেজে সংরক্ষণ করে একটি সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন।
১৩	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার অনুমোদনের পর তা উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। খামারী নিজ উদ্যোগে অফিসে এসে খোঁজ নিলে তাকে সার্টিফিকেট সরবরাহ করা হয়।	১০	ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে প্রেরণ করা হবে। মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে খামারীকে সার্টিফিকেট সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে।

৫.২ TCV (Time, Cost & Visit) অনুসারে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনা

ক্ষেত্র	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময় (Time)	৩০-৩৭ দিন	১৩-১৭ দিন
খরচ (Cost)	রেজিস্ট্রেশন ফি + ৬০০/=	রেজিস্ট্রেশন ফি + ২০০/=
ভিজিট (Visit)	৩ বার	১ বার
ধাপ (Steps)	১৩ টি	১০ টি
জনবল (HR)	৯ জন	৯ জন
সেবা প্রাপ্তির স্থান (Access Point)	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস	ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস

৫.৩ বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনামূলক পর্যালোচনা

ক্ষেত্র	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময় (Time)	৩৭ দিন বিদ্যমান পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন দাখিল থেকে সনদ গ্রহণ পর্যন্ত ৩৭ দিন সময় ব্যয় হয়। রেজিস্ট্রেশনের ফরম পূরণের জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয়।	১৩ দিন প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশনের জন্য ইউডিসি হতে অনলাইনে আবেদনের ব্যবস্থা থাকায় সময় কম লাগবে।
খরচ (Cost)	বিদ্যমান পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন ফি বাদে একজন খামারীর গড়ে ৬০০ টাকা খরচ হয়।	প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন ফি বাদে একজন খামারীর গড়ে ২০০ টাকা খরচ হবে।
ভিজিট (Visit)	বিদ্যমান পদ্ধতিতে একজন খামারীকে অন্তত ৩ বার উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে যেতে হয়।	প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে একজন খামারীকে ১ বার উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে যেতে হবে।
ধাপ (Steps)	বিদ্যমান পদ্ধতিতে ১৩ টি ধাপে কার্যাদি সম্পন্ন হয়।	প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে ১০টি ধাপে কার্যাদি সম্পন্ন হবে।
জনবল (HR)	বিদ্যমান পদ্ধতিতে ৯ জন নিয়োজিত থাকে।	প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে ৯ জন নিয়োজিত থাকবে।
সেবাপ্রাপ্তির স্থান (Access Point)	বিদ্যমান পদ্ধতিতে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকে সেবা গ্রহণ করা যায়।	প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকে সেবা পাওয়া যাবে।

৫.৪ বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির গ্রাফিক্যাল তুলনা

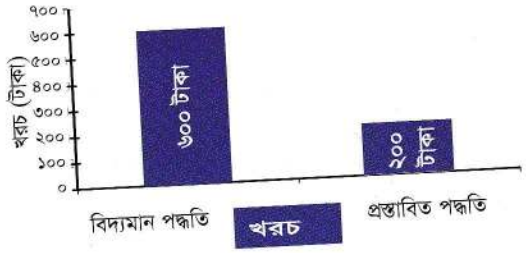

৫.৫ প্রস্তাবিত পদ্ধতির সুফল

প্রস্তাবিত খামার রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি বাস্তবায়িত হলে তা একাধিক সুফল বয়ে আনতে পারে। বিদ্যমান পদ্ধতিতে শুধুমাত্র উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকে সেবা গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অপরপক্ষে, প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে আবেদনপত্র ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার/ উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকে গ্রহণ ও দাখিলের সুযোগ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এটি করা গেলে দূরবর্তী স্থানে বসবাসরত খামারীরা উপজেলা সদরে না এসেও ইউডিসিতে আবেদনপত্র গ্রহণ এবং দাখিল করতে পারেন। এতে তাদের সময় এবং খরচ হ্রাস পাবে, বেশী সংখ্যক খামারী রেজিস্ট্রেশনে আগ্রহী হবেন। অপরপক্ষে, একাধিক স্থান থেকে সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা প্রদানের সরকারি অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হবে।

প্রস্তাবিত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করলে নিম্নবর্ণিত সুফল বয়ে আনতে পারে :

১. খামারীরা রেজিস্ট্রেশনে উদ্বুদ্ধ হবেন।
২. খামার রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে খামারীরা সরকারি সুবিধাদি, যেমন, সরকারি ঋণ, ক্ষতিপূরণ অর্থ সহজে পাবেন।
৩. রেজিস্ট্রেশনকৃত খামার প্রাণিসম্পদ দপ্তর হতে প্রাপ্ত সুবিধাদি বিশেষ করে চিকিৎসা ও কৃত্রিম প্রজনন সেবা সহজে পাবেন।
৪. ডেটাবেইসের মাধ্যমে উপজেলার খামারের সঠিক তালিকা সংরক্ষিত হবে।
৫. জাতীয় পরিকল্পনায় প্রাণিসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

৬. বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

৬.১ পলিসি সাপোর্ট, প্রশাসনিক, প্রশিক্ষণ, আর্থিক, অবকাঠামো ও অন্যান্য

ক) পলিসি সাপোর্ট :

রেজিস্ট্রেশন সেবা সহজিকরণ প্রস্তাবনার পাইলটিং বাস্তবায়নের জন্য আইন-বিধি পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। সে কারণে পলিসিগত সাপোর্টের আপাতত প্রয়োজন নেই।

খ) প্রশাসনিক :

সহজিকরণ প্রস্তাব বাস্তবায়নকল্পে পাইলট এলাকা নির্ধারণের জন্য প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে। গাজীপুর জেলার ৪টি উপজেলায় (শ্রীপুর, কাপাসিয়া, কালীগঞ্জ, কালিয়াকৈর) এই সহজিকরণ সেবাটি পাইলটিং করা হবে।

গ) প্রশিক্ষণ :

সহজিকরণ প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সংশ্লিষ্ট পাইলট এলাকায় স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি মতবিনিময় সভা করা হয়েছে।

ঘ) আর্থিক :

এসপিএস প্রস্তাবনা বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেট হতে সংশ্লিষ্ট পাইলট উপজেলার প্রাণিসম্পদ দপ্তরের অনুকূলে বিভিন্ন খাতে প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঙ) অবকাঠামো :

এসপিএস প্রস্তাবনার পাইলটিং বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যমান অফিস সরঞ্জাম ছাড়াও ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদি যেমন স্ক্যানার, প্রিন্টার, সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চ) সহজিকরণ কর্ম পরিকল্পনার নমুনা :

সেবা সহজিকরণ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে প্রধান কার্যালয় এবং পাইলট এলাকার কর্মকর্তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যমান পদ্ধতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি প্রস্তাবিত পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬.২ পাইলট এলাকা নির্ধারণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন

ক) পাইলট এলাকা নির্ধারণ (৪টি)

খ) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পক্ষকে নির্দেশনা প্রদান (সার্কুলার জারি)

গ) বাস্তবায়ন
১. প্রশিক্ষণ প্রদান
২. ওরিয়েন্টেশন এবং উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন
৩. প্রচার-প্রচারণা (লিফলেট প্রস্তুত/বিতরণ)
৪. লজিস্টিক সাপোর্ট সংস্থান
৫. প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুশীলন

ঘ) মনিটরিং
১. মাঠ পর্যায়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি এবং মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ
২. ফিল্ড ভিজিট

ঙ) মূল্যায়ন
১. সার্ভে
২. স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময়
৩. মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং সুপারিশমালা প্রণয়ন
৪. সুপারিশমালার আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ

প্রস্তাবিত পাইলটিং কার্যক্রমে ক্রমধারা

পাইলট এলাকা নির্ধারণ	সার্কুলার জারি	বাস্তবায়ন	মনিটরিং	মূল্যায়ন
অক্টোবর ২০১৬	অক্টোবর ২০১৬	নভেম্বর ২০১৬-এপ্রিল ২০১৭	জানুয়ারি-এপ্রিল ২০১৭	জুন ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

স্মারক নং : ৩৩.০১.০০০০.৭৭৭.১৮.০০৯.১৫.২১১৬ তারিখ ঃ ৩১/১০/২০১৬

অফিস আদেশ

বিষয় ঃ "পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন সহজিকরণ" শীর্ষক কার্যক্রমটি পাইলট এলাকায় বাস্তবায়ন।

সূত্র ঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা বিষয়ক চতুর্থ সভার কার্যবিবরণী।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪; অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ তে সেবা সহজিকরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে সেবা সহজিকরণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরণের খামারের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করছে। খামারভেদে এই রেজিস্ট্রেশনের ফি ভিন্ন। এই রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতির মাধ্যমে অধিদপ্তর প্রতিটি উপজেলায় তার সেবা কার্যক্রম পরিচালিত করছে। এই সেবাকে অধিকতর সহজিকরণের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর "পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন সহজিকরণ" শীর্ষক কার্যক্রমটি গ্রহণ করেছে। প্রাথমিকভাবে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর, কালীগঞ্জ, কাপাসিয়া ও কালিয়াকৈর উপজেলায় এই কার্যক্রমটি পাইলট আকারে সম্পন্ন করা হবে।

উক্ত সহজিকরণ কার্যক্রমটি সফলভাবে সম্পন্নের জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো।

(অজয় কুমার রায়)
মহাপরিচালক (অঃদাঃ)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
ঢাকা-১২১৫।

কার্যার্থে বিতরণ ঃ
১. পরিচালক, সম্প্রসারণ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. উপপরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
৩. জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, গাজীপুর।
৪. উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, শ্রীপুর/কালীগঞ্জ/কাপাসিয়া/কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি ঃ
১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(ইহা সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

স্মারক নং : ৩৩.০১.০০০০.৭৭৭.১৮.০০৯.১৫.১০৪

তারিখ ঃ ১০/০১/২০১৭

অফিস আদেশ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে সেবা প্রক্রিয়া সহজিকরণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এই সেবা প্রক্রিয়া সহজিকরণের জন্য এটুআই ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে "পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন সহজিকরণ" শীর্ষক কার্যক্রমটি গ্রহণ করা হয়েছে। এই সেবার বর্তমান প্রসেস ম্যাপ, অসুবিধাসমূহ, প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা বর্ণনা করে একটি ডকুমেন্ট প্রস্তুত করার নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলো।

১.	ড. আবুল খায়ের, উপপরিচালক (প্রাণিস্বাস্থ্য ও প্রশাসন-১), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা	সভাপতি
২.	মোঃ মাহবুবুর রহমান, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ইনোভেশন অফিসার, পরিচালক সম্প্রসারণ-এর দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।	সদস্য
৩.	ড. মোঃ আবু সুফিয়ান, সহকারী পরিচালক (লিভ/ডেপুটেশন পদ) সংযুক্তিঃ এটু আই প্রোগ্রাম ও এপিডেমিওলজি ইউনিট, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৪.	ডা. মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (লিভ/ডেপুটেশন পদ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৫.	ডা. মোঃ মুখলেছুর রহমান, ভেটেরিনারি সার্জন, জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল, গাজীপুর।	সদস্য
৬.	অভিজিত কুমার মোদক, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ অর্থনীতি শাখা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য

গঠনকৃত কমিটিকে আগামী ২০/০১/২০১৭ তারিখের মধ্যে "পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন সহজিকরণ" ডকুমেন্ট প্রস্তুত করার জন্য বলা হলো।

(ডা. মোঃ আইনুল হক)
মহাপরিচালক (অ.দা.)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

কার্যার্থে বিতরণ ঃ
১. ড. আবুল খায়ের, উপপরিচালক (প্রাণিস্বাস্থ্য ও প্রশাসন-১), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
২. মোঃ মাহবুবুর রহমান, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ইনোভেশন অফিসার, পরিচালক সম্প্রসারণ-এর দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
৩. ড. মোঃ আবু সুফিয়ান, সহকারী পরিচালক (লিভ/ডেপুটেশন পদ), সংযুক্তিঃ এটু আই প্রোগ্রাম ও এপিডেমিওলজি ইউনিট, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
৪. ডা. মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (লিভ/ডেপুটেশন পদ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
৫. ডা. মোঃ মুখলেছুর রহমান, ভেটেরিনারি সার্জন, জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল, গাজীপুর।
৬. অভিজিত কুমার মোদক, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ অর্থনীতি শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

www.dls.gov.bd